কলেজ স্ট্রিটের সর্বত্র গাড়ি বন্ধ নয়, নজর পার্ক স্ট্রিটের ফুটেও

সাইকেল চেপে ঘোরা যাবে স্মার্ট বইপাড়ায়

এই সময়: পুরো এলাকা না হলেও কলেজ স্ট্রিটের কিছু রাস্তা অবশ্যই 'নো ভেহিকেলস' জ়োন হবে। মঙ্গলবার সকালে ওই এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে এ কথা জানান পুর মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। রাজ্যে পালা বদলের পরে নতুন বিজেপি সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল কলকাতার বইপাড়া কলেজ স্ট্রিটকে বিদেশের বই মার্কেটের আদলে সাজানো হবে। সেই কাজ বাস্তবায়িত করার পরিকল্পনা নিয়ে বুধবার কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের অলিগলি ঘুরে দেখেন পুর মন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কলকাতার পুর কমিশনার স্মিতা পান্ডে এবং পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের একাধিক শীর্ষ আধিকারিক। কলেজ স্ট্রিটের কোন রাস্তা কী ভাবে সাজানো হবে, তা নিয়েও আধিকারিকদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন মন্ত্রী।

অগ্নিমিত্রা এ দিন বলেন,'আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম কলেজ স্ট্রিটের রাস্তা 'নো ভেহিকেলস জ়োন' করার কথা। তবে এখানকার সব রাস্তাকে সেটা ঘোষণা করা সম্ভব নয়। কারণ, একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ রয়েছে। দূর থেকে অনেকে আসেন। কিছু রাস্তায় তাই গাড়ি চলাচল সচল রাখতে হবে। কোন রাস্তার ক্ষেত্রে কী কার্যকর হবে, তা আমাদের আধিকারিকরা খতিয়ে দেখছেন।'

কী ভাবে কলেজ স্ট্রিটকে সাজাবে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর? পুর মন্ত্রী জানান, তাঁদের পরিকল্পনায় রয়েছে, সমস্ত বইয়ের দোকানগুলোকে একই ধরনের করার। এখনকার মতো কোনটায় লাল টিন, কোনটায় কালো টিন নয়। যাঁরা বই কিনতে আসবেন তাঁদের বসার জায়গা, বই পড়ার ব্যবস্থা ও কফি শপ থাকবে। কিছু রাস্তায় শুধু সাইকেল চলাচলের ব্যবস্থা করা হবে। সাধারণ মানুষ যাতে সাইকেলে চেপে বইপাড়া চিনতে পারেন। কোথায় কী ভাবে এই পরিকল্পনা কার্যকর হতে চলেছে, সংশ্লিষ্ট কাজের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা মন্ত্রীকে নকশা দেখিয়ে তা বুঝিয়ে দেন। আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, যে ভাবে কলেজ স্ট্রিটকে সাজানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে, তাতে কলেজ স্ট্রিট জুড়ে একটা স্মার্ট লুক আসবে, আবার পুরোনো কলকাতার গন্ধটাও থাকবে। কলেজ স্ট্রিটকে আন্তর্জাতিক মানের বুক মার্কেট হিসেবে সাজিয়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর একাধিক বিশেষজ্ঞর কাছ থেকে পরামর্শ নিচ্ছে।

পরিদর্শন পুরমন্ত্রীর

কলেজ স্ট্রিটের নতুন সাজ নিয়ে আশাবাদী সেখানকার বইয়ের দোকানদাররাও। একটি বই প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সুদীপ্ত দে বলেন,'সরকারের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। বইপাড়ায় নতুন কিছু হলে পাঠক এবং বিক্রেতা সকলের জন্যই তা ভালো।' নতুন গড়ে ওঠা সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল ফর লিটারেচার অ্যান্ড কালচারের পক্ষে শিবশঙ্কর চক্রবর্তীর বক্তব্য,'আগের সরকার বইপাড়া নিয়ে কিছুই তো ভাবতো না। এই সরকার যে ভেবেছে, সেটাও আমাদের কাছে অনেক। ভাবলে অনেক কাজ করা যায়।' যদিও ব্যবসায়ীদের একাংশের দাবি, এক ছাদের নীচে সব দোকানকে আনার জন্য বর্ণ পরিচয়ের কাজটা যদি তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় তাহলে সকলে উপকৃত হবে।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে হকারদের বসতে হবে এক লাইনে

এই সময়: একটি সারিতে বসে দোকানদারি করার জন্য পার্ক স্ট্রিটের হকারদের ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিলেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। বুধবার সকালে কলেজ স্ট্রিট মার্কেট পরিদর্শন করে পার্ক স্ট্রিট ও বেনিয়াপুকুরে পৌঁছন তিনি। দুই এলাকার ফুটপাথের হাল দেখে রীতিমতো বিরক্ত হন অগ্নিমিত্রা। এ দিন সকালে ছাতা মাথায় পরিদর্শনের পরে সংশ্লিষ্ট সমস্ত আধিকারিককে নির্দেশ দেন, পথচারীরা যাতে ফুটপাথ দিয়ে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারেন, আগে সে ব্যবস্থা করতে হবে। দুই এলাকার যে সব স্থায়ী দোকানদার ফুটপাথে জিনিসপত্র রেখে দেন, তাঁদেরও ধমক দেন পুরমন্ত্রী। তাঁদের জানিয়ে দেন, দোকানের জিনিস দোকানেই রাখতে হবে। দোকানদাররা ফুটপাথে রাখা জিনিসপত্র সরিয়ে নেন।

পাশাপাশি, পার্ক স্ট্রিটে দাঁড়িয়েই সংশ্লিষ্ট থানার আধিকারিকদের জানান, ফুটপাথ জুড়ে হকারি বা দোকানদারি চলবে না। একটি সারিতে বসে, নির্দিষ্ট জায়গায় হকারির ব্যবস্থা করতে হবে। পুলিশ অফিসারদের অগ্নিমিত্রা বলেন, 'কারও দোকান ভাঙবেন না। তবে এঁরা যাতে এক লাইনে বসে দোকানদারি করতে পারেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সে ব্যবস্থা করতে হবে। আমি আবার দেখতে আসব।'

রাজ্যে ক্ষমতা বদলের পরে বিভিন্ন এলাকায় হকারদের সরানোর অভিযান শুরু হয়। এ নিয়ে শোরগোল বাধলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, পুজো পর্যন্ত হকারদের তোলা হবে না। বুধবার অগ্নিমিত্রাও বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, পুজো পর্যন্ত কাউকে কিছু বলা যাবে না, তাই কিছু করছি না। তবে এ ভাবে চলতে পারে না। পথচারীদের হাঁটার জন্য ফুটপাথে পর্যাপ্ত জায়গা রাখতেই হবে।'

> মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, পুজো পর্যন্ত কাউকে কিছু বলা যাবে না, তাই কিছু করছি না। তবে এ ভাবে চলতে পারে না। পথচারীদের হাঁটার জন্য ফুটপাথে পর্যাপ্ত জায়গা রাখতে হবে
>
> **অগ্নিমিত্রা পাল**

কলকাতা পুরসভার টাউন ভেন্ডিং কমিটির সদস্য তথা হকার্স জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির নেতা অসিত সাহা বলেন, 'কোনও হকারকে ফুটপাথ থেকে সরাতে হলে আগে তাঁর পুনর্বাসন নিশ্চিত করত হবে। তার পরে যদি সরকার কোনও পদক্ষেপ করে, সে নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই।' ফুটপাথের ফল, মাংস, খাবার-সহ অন্যান্য সামগ্রীর দোকানদারদেরও মন্ত্রী বলে দেন, 'দোকান করতে হবে এক লাইনে। ফুটপাথ জুড়ে নয়।'

কলেজ স্ট্রিট থেকে পার্ক স্ট্রিটের দিকে যাওয়ার সময়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের কয়েকটি জায়গায় গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়েন পুরমন্ত্রী। রাস্তার একাধিক জায়গায় কেন জল জমেছে, সংশ্লিষ্ট পুর-আধিকারিকদের কাছে তার কারণ জানতে চান তিনি। জল জমার সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য ব্যবস্থা নিতেও নির্দেশ দেন পুর-আধিকারিকদের।

কলকাতায় ফের উচ্ছেদ? জল্পনা রাজ্যের বক্তব্যে

এই সময়: কলকাতায় দখলদারি সরাতে ফের বড়সড় অপারেশনের ইঙ্গিত মিলল কলকাতা হাইকোর্টে। শিয়ালদহের বিদ্যাপতি সেতুর নীচে হকার উচ্ছেদ এবং কলকাতার ৩ ও ৮ নম্বর বরোর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অভিযানের নোটিস চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয়েছে আদালতে। ওই দুই বরোয় ঠিকানা, তারিখ ছাড়াই পুরসভা উচ্ছেদ নোটিস ঝুলিয়েছে জানিয়ে জনস্বার্থ মামলা হয়। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে বুধবার শুনানি ছিল। মামলাকারীদের তরফে বর্ষীয়ান আইনজীবীরা এ দিন সশরীরে হাজির না-থাকায় শুনানি দিনকয়েক পিছোনোর আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু এর মধ্যেই সরকারি কৌঁসুলি জানান, বিদ্যাপতি সেতুর তলায় আপাতত উচ্ছেদ অভিযান না চালালেও শহরের অন্য এলাকা নিয়ে সরকারের কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। তাই এই মামলার শুনানি দ্রুত করা দরকার। আজ, বৃহস্পতিবারই দুই মামলার শুনানি।

পুলিশকে ফ্রি হ্যান্ড

▶ প্রথম পাতার পর

ঘটনাচক্রে বারুইপুরের ঘটনার পরে কামদুনি থেকে কাকদ্বীপ, বিভিন্ন জায়গায় নির্যাতিতাদের পরিবার পুলিশের অ্যাকশনকে সমর্থন করেছেন। মঙ্গলবার রাতে ঝাড়গ্রামের বেলিয়াবেড়ায় ৫০ বছর বয়সি এক মহিলাকে ধর্ষণের পরে গায়ে আগুন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তাঁর মেয়েও এ দিন অভিযুক্তদের 'এনকাউন্টার' করার দাবি তুলেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসার পরেই আরজি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার ফাইল নতুন করে খুলেছেন শুভেন্দু। সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এ দিন বিধানসভায় তাঁর বিবৃতি, 'ক্ষমতায় এসেই আরজি কর ইস্যুতে তিন আইপিএস অফিসারকে সাসপেন্ড করেছি। খুব সহজ নয় বিষয়গুলি। সাসপেন্ড করতে গেলে চার্জ ফ্রেম করতে হয়। তার জন্য মেটিরিয়াল লাগে। আরজি করের ক্ষেত্রে আমরা এ সব ভাবিনি। দ্রুততার সঙ্গে তিন আইপিএসকে সাসপেন্ড করেছি।' মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, 'সন্দীপ ঘোষ (আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ), বিরুপাক্ষদের (বিশ্বাস) মেডিক্যাল লাইসেন্স খারিজ করেছি। তাঁদের চার্জশিট দেওয়ার জন্য সিবিআই এনওসি চেয়েছিল তৎকালীন রাজ্য সরকারের কাছে। আমার কাছে তথ্য আছে, আগের মুখ্যমন্ত্রী এক বছর ফাইল চেপে রেখেছিলেন। আমি সাত দিনের মধ্যে এনওসি দিয়ে দিয়েছি। যাতে সন্দীপ ঘোষরা শাস্তি পায়।'

তৃণমূল জমানায় ফাঁসির নির্দেশ হলেও তা কার্যকর হতো না বলে এ দিন সুর চড়ান শুভেন্দু। তাঁর কথায়, 'মাটিগাড়া, কুলতলিতে ধর্ষণের ঘটনায় ফাঁসির আদেশ হলো। কার্যকর করতে পারলেন না কেন? দিল্লি পুলিশ নির্ভয়ার ক্ষেত্রে চার জনের চূড়ান্ত শাস্তি কার্যকর করতে পেরেছিল। তা হলে আমাদের রাজ্যে ১৮টি মামলায় কেন ফাঁসির নির্দেশ কার্যকর করা গেল না? আসলে কোনও মনিটরিং নেই। শুধু মিডিয়ায় ভাষণ। এ ভাবেই রাজ্যটা রসাতলে গিয়েছে।' কালীঘাট-ঘনিষ্ঠ এক তৃণমূল নেতা বিধানসভার বাইরে পাল্টা বলেন, 'হাথরসে কী হয়েছিল? উন্নাওতে কী হয়েছিল? মুখ্যমন্ত্রী কি ভুলে গিয়েছেন? সেখানে তা হলে নারী নির্যাতনের ঘটনা বন্ধ করা যাচ্ছে না কেন?'

সাসপেন্ডেড কল্যাণ, শমীকের সঙ্গে কথায় 'ব্যক্তিগত উত্তাপ'!

▶ প্রথম পাতার পর

সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা হচ্ছিল। প্রচণ্ড রোদ লাগছিল। ছায়া থাকলে হয়তো আরও কিছুক্ষণ আলোচনা হতো।' আর কল্যাণের বক্তব্য, 'দলে থেকেই লড়াই করব। আমি ওই ২০ জনের মতো নই। দরকার হলে ঝগড়া করব, কিন্তু দলে থেকেই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করব। দল ছাড়ার কোনও মানসিকতা আমার নেই।' কলকাতায় তৃণমূলের কালীঘাট শিবিরের তরফে বিধায়ক কুণাল ঘোষও বলেন, 'কল্যাণদা নিজেই বলেছেন, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইটা তিনি দলে থেকেই করবেন। ওই ৬০ জন (বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়ক) বা ২০ জনের (বিদ্রোহী সাংসদ) মতো হবেন না। ফলে এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করছি না।'

কল্যাণ মহিলা সাংসদদের সঙ্গে অভব্য ব্যবহার করেছেন— এই অভিযোগে আগেই লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে চিঠি লিখে হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়েছিলেন বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদ কাকলি। তার প্রেক্ষিতে এখনও কোনও পদক্ষেপ আলাদা ভাবে করেননি স্পিকার। তবে এ দিন সংসদের অধিবেশন শুরুর পরেই কল্যাণের সঙ্গে লোকসভায় উপস্থিত এনসিপিআইয়ের মহিলা সাংসদদের বাগযুদ্ধ শুরু হয়। অভিযোগ, সেই সময়ে কল্যাণ এনসিপিআইয়ের মহিলা সাংসদ শতাব্দী রায়, মিতালি বাগদের উদ্দেশে বলেন 'দলবদলু' এবং 'বেইমান'। শুরু হয় প্রবল তর্কাতর্কি। অভিযোগ, এর মধ্যেই ভূপেন্দ্র যাদবের নাম করে তাঁকেও নিশানা করেন কল্যাণ। ঘটনাচক্রে দিল্লিতে তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদদের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করেছিলেন এই ভূপেন্দ্রই। এ দিনের ঘটনার জেরে লোকসভার স্পিকারের অফিসে নতুন করে কল্যাণের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা দেন কাকলি, মিতালি, শতাব্দী, মালা-সহ ১৭ জন সাংসদ। তারপরেই দ্রুত তাঁর সাসপেনশন পর্ব সম্পন্ন হয়।

মমতাপন্থী তৃণমূল শিবিরের তরফে লোকসভার স্পিকারের কাছে চিঠি লিখে কল্যাণের সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানানো হয়। কালীঘাট শিবিরের তরফে বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায় বলেন, 'কল্যাণ সঠিক যুক্তি তুলে ধরে বারবার সরকারকে নিশানা করে। এই কারণেই তাকে পাল্টা নিশানা করা হলো। আর ও যদি কোনও মন্তব্য করে থাকে, তা হলে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ না দিয়েই কেন সাসপেন্ড করা হলো? পিছনের দরজা দিয়ে কল্যাণকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।' এ দিন অবশ্য স্পিকার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার বিষয়ে কিছু জানাননি।

সাসপেনশন প্রসঙ্গে কল্যাণ বলেন, 'আমি কোনও মহিলাকে অসম্মান করিনি। স্পিকারের কাছে আমি দাবি জানিয়েছি, লিখিত কী (অভিযোগ) আছে, সেটা দেখান। বিজেপি আর বেইমানদের বিরুদ্ধে লড়াই জারি থাকবে। সাসপেন্ড করে আমাকে দমানো যাবে না। বেইমানদের অবশ্যই বেইমান বলব। মানুষই ওদের সাসপেন্ড করে দিয়েছে। ওরা কেউ বাড়ি থেকে বেরোতে পারে না।'

যদিও শতাব্দীর অভিযোগ, 'কল্যাণদা সবার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন। মহিলাদের গালাগালি দেন। ভাবা যায় না যে, কোনও ভদ্রলোকের মুখ থেকে এ সব কথা বেরোয়। এই নিয়ে আগে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হয়েছিল মমতাদিকে। তিনি বারবার বলতেন, ছেড়ে দাও, আর হবে না। ওঁর (কল্যাণ) সাহস বেড়ে গিয়েছে এতে।' কাকলির কথায়, 'সংসদের ভিতরে এবং বাইরে সব জায়গায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলা সাংসদদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন। আজকেও তাই করেছেন। এর পরেই লোকসভার স্পিকারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়।' ঘটনাচক্রে তৃণমূল অবিভক্ত থাকাকালীন মহুয়া নিজেও কল্যাণের বিরুদ্ধে দুর্ব্যহারের অভিযোগ তুলেছেন একাধিকবার। তবে এ দিন এই ইস্যুতে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ডব্লু_এলএলএইচ_০১_২০২৬-২৭_আর৩, তারিখ ঃ ১৭.০৭.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ইলেক্ট, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য প্রযুক্তিগত সামর্থ্য আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের লিলুয়া হাসপাতালে নতুন নির্মিত ওপিডি-তে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ২০ জন যাত্রী সহ বেড বহনক্ষম লিফ্টের ব্যবস্থা। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৪১,৫৮,০০০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৮৩,২০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in**

(MISC-109/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

SMFG IndiaCredit

এসএমএফজি ইন্ডিয়া ক্রেডিট কোম্পানি লিমিটেড

কর্পোরেট কার্যালয়: একাদশ তল, অফিস নং ১০১, ১০২ ও ১০৩, ২ নর্থ এভিনিউ, মেকার ম্যাক্সিটি, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০৫১, **নথিবদ্ধ কার্যালয়:** কমারজোন আইটি পার্ক, টাওয়ার বি, দ্বিতীয় তল, নং ১১১, মাউন্ট পুনামালি রোড, পরুর, চেন্নাই, তামিলনাড়ু - ৬০০১১৬।

দখলের বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য) (সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী, ২০০২-এর নিয়ম ৮(১) অনুযায়ী)

যেহেতু **এসএমএফজি ইন্ডিয়া ক্রেডিট কোম্পানি লিমিটেড,** যার নথিবদ্ধ কার্যালয়ের ঠিকানা কমারজোন আইটি পার্ক, টাওয়ার বি, দ্বিতীয় তল, নং ১১১, মাউন্ট পুনামালি রোড, পরুর, চেন্নাই, তামিলনাড়ু - ৬০০১১৬ এবং কর্পোরেট অফিসের ঠিকানা একাদশ তল, অফিস নং ১০১, ১০২ ও ১০৩, ২ নর্থ এভিনিউ, মেকার ম্যাক্সিটি, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০৫১, যার নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত আধিকারিক সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকন্সট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী, ২০০২-এর নিয়ম ৩ তৎসহ পঠিত ধারা ১৩(১২)-থেকে পাওয়া ক্ষমতা অনুযায়ী নীচে উল্লেখ করা তারিখে দাবির বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণকে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা বকেয়া অর্থ উক্ত বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে মিটিয়ে দিতে বলা হয়েছিল। নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ সেই মূল্য মেটাতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ এবং সঙ্গে সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত অ্যাক্টের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী, ২০০২-এর নিয়ম ৮ থেকে পাওয়া ক্ষমতা অনুযায়ী নিম্নলিখিত সম্পত্তির নিম্নলিখিত তারিখে দখল নিয়েছেন:

ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম ও লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	দাবির বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও মূল্য	বন্ধকে থাকা স্থাবর সম্পত্তি/ সম্পত্তিগুলির বিবরণ	দখলের তারিখ ও ধরন
এলএএন. ২১৪৮২০৯১১৪৮৬৫৪৯ ১. মোল্লা জুয়েলার্স ২. সোয়েব আলি মোল্লা ৩. সালমা ইয়াসমিন	তারিখ: ২৯-০৪-২০২৬ ৩০,৩০,৬৬৫ টাকা (ত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার ছয়শো পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র) ৭ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত	সোয়েব আলি মোল্লা সংশ্লিষ্ট দলিল নং. ৩৩৩২, ২০১৮ সালের জন্য জমির সমস্ত অংশের পরিমাপ একই সঙ্গে সেখানে থাকা কাঠামো ১৭ শতক, একই বা সামান্য কম বেশি, মৌজা দানতরি, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং. ২ এল.আর. খতিয়ান নং ৬৭০, বর্তমানে ১২৩৪, জে.এল. নং ৬২, রে সা নং ১৯৬, এ.ডি.এস.আর. গুমা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত সীমার মধ্যে, থানা অশোকনগরের অন্তর্গত জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। সীমানায় রয়েছে: **উত্তরে:** সুলতান মণ্ডলের কৃষি জমি; **দক্ষিণে:** অন্যান্য দাগের কৃষি জমি; **পূর্বে-** অন্যান্য দাগের কৃষি জমি; **পশ্চিমে-** অন্যান্য দাগের কৃষি জমি;	২০.০৭.২০২৬ (প্রতীকী দখল)
এলএএন. ১৮৬৩২০৯১০৫৩২২১৬ ১. তরুণ রিপেয়ারিং সেন্টার ২. তরুণ গুহ ৩. নমিতা দাস	তারিখ: ২৩-০৪-২০২৬ ২০,০২,৮০৮. ৩২ টাকা (কুড়ি লক্ষ দুই হাজার আটশো আট টাকা এবং বত্রিশ পয়সা মাত্র) ৮ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত	শ্রীমতি নমিতা গুহ এবং তরুণ গুহ সংশ্লিষ্ট দলিল নং. ৪৫৩০, সালের জন্য জমির সমস্ত অংশের পরিমাপ প্রায় ১ কাঠা এবং ৮ ছটাক দাগ নং ৯৫- এর অধীনে আর.এস খতিয়ান নং ৩০৬- এর অধীনে অংশ গঠন করেছে, সম্পর্কিত এল.আর খতিয়ান নং ২৪৮/১, ৩৬২/১ এবং ২৯২/১ [দলিল অনুযায়ী] এবং বর্তমানে এল.আর খতিয়ান নং ১৯৩২ এবং ১৯৩৩ [খতিয়ান এবং প্লট সংক্রান্ত তথ্য] মৌজা চক্রবেড়িয়া, থানা- বারাসতের অধীনে জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা খিলকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে। সীমানায় রয়েছে: **উত্তরে:** ৮'-০' ফুট চওড়া রাস্তা; **দক্ষিণে:** দাগ নং ১৫-এর অংশ; **পূর্বে:** অন্যান্য প্লট; **পশ্চিমে:** বাসুদেব মণ্ডলের প্লট।	২০.০৭.২০২৬ (প্রতীকী দখল)

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাকে বিশেষ করে এবং জনগণকে সাধারণ ভাবে উক্ত সম্পত্তির সঙ্গে কোনও রকম লেনদেন না করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তির সঙ্গে কোনও রকম লেনদেন এসএমএফজি ইন্ডিয়া ক্রেডিট কোম্পানি লিমিটেড-এর উপরে উল্লেখ করা মূল্য এবং পরবর্তী সুদের সাপেক্ষে হবে। উক্ত অ্যাক্টের ধারা ১৩-এর উপধারা (৮) অনুযায়ী সুরক্ষিত সম্পদগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুনরুদ্ধারের জন্য ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ: ২৩.০৭.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক,
এসএমএফজি ইন্ডিয়া ক্রেডিট কোম্পানি লিমিটেড

বৈঁক ঑ফ্ ইঁডিয়া Bank of India BOI
Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসত আঞ্চলিক কার্যালয়
সেকেন্ড ফ্লোর, ডিডি-২, সল্ট লেক, সেক্টর ১, বিধান নগর, কলকাতা-৭০০০৬৪

ই-নিলাম যেটি অনুষ্ঠিত হবে **২৫-০৮-২০২৬**

ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধকে থাকা স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের জন্য প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকন্সট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর (২০০২-এর ৫৪ তম) ধারা ১৩(১২) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী, ২০০২-এর নিয়ম ৮ এবং ৯ অনুসারে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক ঋণগ্রহীতাদের/জামিনদাতাদের দাবির বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন এবং নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন এবং উক্ত অ্যাক্টের নিয়ম ৮-এর ৫ ও ৬ উপ-নিয়ম অনুসারে উল্লিখিত স্থান, তারিখ এবং সময়ে ই-নিলামের জন্য অফার আহ্বান করেছেন। এতদ্বারা জনসাধারণকে সাধারণ ভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)-কে বিশেষভাবে সারফায়েসি অ্যাক্ট অনুযায়ী জানানো হচ্ছে যে, উল্লেখ করা সম্পত্তিগুলি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী ২০০২-এর শর্তাবলী অনুসারে ব্যাঙ্কের বাকি থাকা মূল্য আদায়ের জন্য বিক্রয়ের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ / জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা, সঙ্গে শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	সুরক্ষিত পাওনা/ বকেয়া অর্থাঙ্ক (টাকায়)	দাবির বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়) এবং অগ্রিম জমার মূল্য (ইএমডি, টাকায়)
শাখা: বেথুয়াডহরি **ঋণগ্রহীতা: সঞ্জু মজুমদার এবং অনিমা মজুমদার** **পিতা- স্বপন কুমার মজুমদার** **ঠিকানা:** বেথুয়াডহরি উত্তরপাড়া, পোস্ট- বেথুয়াডহরি, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা- নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪১১২৬	ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী স্বত্বের দলিল নং আই-১৬০২/১৯৮৮ আবাসিক ভবন, যার জে.এল নং ৪৯, জগদানন্দপুর মৌজা, খতিয়ান নং এল.আর ২৬/১, প্লট নং আর.এস এবং এল.আর ৪৯৩, বেথুয়াডহরি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- বেথুয়াডহরি, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা- নদিয়া (পশ্চিমবঙ্গ)-৭৪১১২৬, পরিমাপ ৩.০ শতক।	১৪,৯৩,৯১৬.৩৩ টাকা ২৯.১২.২০২৪ পর্যন্ত সঙ্গে লাগু হওয়া পরবর্তী সুদ এবং চার্জসমূহ	১৪/০১/২০২৫ এবং ২৩/০৪/২০২৫ (প্রতীকী দখল)	১০,০০,০০০ টাকা এবং ১,০০,০০০ টাকা
শাখা: কামারহাটি **ঋণগ্রহীতা: বিজয় সিনহা** **ঠিকানা:** ১১৬ এ বাই ১ আহিরীটোলা স্ট্রিট, হাটখোলা	সম্পত্তির সমস্ত অংশের মধ্যে রয়েছে ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী আবাসিক ফ্ল্যাট নং "১ডি" দ্বিতীয় তলে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭২০ বর্গফুট দক্ষিণ পশ্চিম মুখী জি+৩ তল ভবনে অবস্থিত যার হোল্ডিং নং ৭৫৮, প্রেমিসেস নং ২/১০ যোগেন্দ্র বসাক রোড, পোস্ট এবং থানা- বরানগর, কলকাতা- ৭০০০৩৬, মৌজা- বরানগরে অবস্থিত, জে.এল নং ৫, আর.এস নং ৬, তৌজি নং ১০৬৮/২৮৩৩ খতিয়ান নং ৩৫৬২- এর অধীনে হাল খতিয়ান নং ৩৫৮৫, এল.আর খতিয়ান নং ১১৬৬৯,১১৬৭০, দাগ নং ৬০২৮/১০৭০৭, এল.আর দাগ নং ৮৯৮১, ২/১০, যোগেন্দ্র বসাক রোড, বরানগর মিউনিসিপালিটির ওয়ার্ড নং ২৫- এর অধীনে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা (স্বত্বের দলিল নং- আই-১৫০৬-০৩৫১৪/২০২২, ২০২২ সালের)।	১৭,৪৯,৮১২.১৯ টাকা ২৮.১০.২০২৪ পর্যন্ত সঙ্গে লাগু হওয়া পরবর্তী সুদ এবং চার্জসমূহ	০৬/১১/২০২৪ এবং ০৭/০১/২০২৫ (প্রতীকী দখল)	১৯,৫০,০০০ টাকা এবং ১,৯৫,০০০ টাকা
শাখা: কামারহাটি **ঋণগ্রহীতা: রাজা দে** **ঠিকানা:** রাজেশ্বরী অ